ইসলাম শিক্ষা : মৌখিক শিটের প্রশ্নের উত্তর

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

১। যিনি মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌছের দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁকে বলা হয় রাসুল।

২। কালিমা তায়্যিবার প্রথমাংশে তাওহিদ ও দ্বিতীয়াংশে রিসালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

৩। খাতামুন শব্দের অন্যতম অর্থ সিলমোহর।

৪। আল কুরআনে রুকু সংখ্যা ৫৫৮টি।

৫। জ্ঞান বা শিক্ষা মানুষের অন্তর চক্ষুকে খুলে দেয়।

৬। মহানবি (স.) এর বাণী, কর্ম ও তার সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলা হয়।

৭। হাদিস বর্ণনায় হাদিসের রাবি বা বর্ণনাকারীদের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ বা বর্ণনা পরম্পরাই সনদ।

৮। যে হাদিসের সনদ রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

৯। সহিহ্ বুখারির প্রথম হাদিসটি হলো:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

উচ্চারণ : ইন্নামাল আ'মালু বিননিয়া'দ

অর্থ: প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

১০। [উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি]

১১। বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যাবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন।

১২। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শোকর ও সবরের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করা যায়।

১৩। পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা হয় "পড়ুন (ইকরা)" শব্দ দ্বারা।

১৪। যে জ্ঞান ইহকালে ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে তাই গ্রহণীয় জ্ঞান।

১৫। যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিক্ষার্থী বলা হয়।

১৬। আল্লামা ওয়াকি (র.) এর মতে, 'ছাত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো সকল পাপকাজ বর্জন করা।'

১৭। যিনি আমাদের শিক্ষা দেন তিনিই শিক্ষক।

১৮। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়।

১৯। নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব।

২০। ইসলাম সর্বপ্রথম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে।

২১। বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স.) নরী জাতির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার কন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

২২। স্বদেশের প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম।

২৩। দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা দেশপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

২৪। কর্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনে সফলতা লাভের প্রধানতম হাতিয়ার।

২৫। পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ হলো নাফাজাত।

২৬। অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকির।

২৭। ইসলামি সমাজ ব্যাবস্থা আমর বিন মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

২৮। হযরত আবু বকর (রা.) এর উপাধি আতিক ও সিদ্দিক।

২৯। হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কায় দারুল আরকাম নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

৩০। বুখারি শরিফের হাদিস সংখ্যা ৭২৭৫।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। কুরআন অর্থ পঠিত। আল কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। কুরআনের অন্য অর্থ একত্র করা বা জমা করা। আল কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও মূলনীতি একত্র করা হয়েছে। তাই একে কুরআন বলা হয়।

২। খাতামুন অর্থ শেষ, সমাপ্তি। আর নবুয়ত হলো নবিগণের দায়িত্ব। সুতরাং খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিইয়িন বা সর্বশেষ নবি। হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে 'খাতামুন নাবিইয়িন' তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন।

৩। হাদিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো হাদিসে কুদসি। ইসলামি পরিভাষায়, যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিজস্ব, কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদিসে কুদসি বলে। সংক্ষেপে, যে হাদিসের মূলকথা আল্লাহ

তায়ালার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (স.) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সেটাই হাদিসে কুদসি।

৪। বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষাগুলো হলো:

- বৃক্ষরোপণ পুণ্যের কাজ
- বৃক্ষরোপণের দ্বারা মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়। পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি আখিরাতেও প্রতিদান পাওয়া যাবে।
- মহানবি (স.) আমাদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহ প্রদান করেছেন।
- মানুষের উৎপাদিত ফল, ফসলে পশু-পাখি ও অন্য মানুষেরও হক আছে।
- উৎপাদিত ফল, ফসল থেকে কোনো প্রাণী ভক্ষণ করলে তা বিনষ্ট হয় না: বরং তা সাদকা হিসেবে আবাদকারীর আমলনামায় লেখা হয়।

৫। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হওয়া উচিত। কেননা মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির বেতন-ভাতার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই মালিকের উচিত যথাসময়ে বেতন-ভাতা প্রদান করা এবং শ্রমিকের উচিত মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। মালিককে ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায় করতে আর শ্রমিকের জন্য নির্দেশনা হলো যথাযথভাবে কাজ করা। তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে মধুর সম্পর্ক।

৬। একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ হওয়া উচিৎ:

- শিক্ষকের আদেশ নিষেধ মেনে চলা।
- শিক্ষক যা শিক্ষা দেন তা মনোযোগ সহকারে শোনা ও পালন করা।
- নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা।
- সবার সাথে ভদ্র ও নম্র আচরণ করা।
- শেখার প্রতি উৎসাহী হওয়া ও বুঝেশুনে পড়া।
- প্রতিদিনের পড়া নিয়মিতভাবে আয়ত্ত করা।

৭। আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিপূর্ণর্শ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, সর্কপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেও আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

৮। প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। ইসলামি পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটি পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং প্রতারণা মুনাফিকি (ভণ্ডামি) যে অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে প্রকৃত মুমিন নয়।

৯। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করেন, ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। অন্যদিকে, ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার কারণে হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

১০। হযরত আলী (রা.)-কে 'জ্ঞানের শহরের দরজা' বলা হয়ে থাকে। কারণ, হযরত আলী (রা.) অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস ও জ্ঞানসাধক। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলী' নামক কাব্য গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

টাইপিং ও উত্তর সংগ্রহ: আশরাফুল
তথ্যসূত্র: পাঠ্যবই, গাইড এবং ইন্টারনেট

https://bostaflix.vercel.app